# বেলঘরিয়ার
## ইতিহাস সন্ধানে

তন্ময় ভট্টাচার্য

Scanned with OKEN Scanner

# বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে

## তন্ময় ভট্টাচার্য

তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০২৪ দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০২২

পরিবর্ধিত ধানসিড়ি সংস্করণ জানুয়ারি ২০২২

প্রথম প্রকাশ মে ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব লেখক

প্রচ্ছদ সেঁজুতি বন্দ্যোপাধ্যায়

নামাঙ্কন সমীরণ

প্রকাশনের সঙ্গে যোগাযোগ

+৯৮৩৬৭৬৭৫৪৫

dhansere2012@gmail.com

ISBN: 978-93-91051-33-4

ধানসিড়ি-র পক্ষ থেকে
শুভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫০ থেকে প্রকাশিত ও
ইম্প্রিন্টা ২৪৩/২বি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র
রোড কলকাতা ৭০০০০৬
থেকে মুদ্রিত

দাম ৪০০ টাকা $ 20

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশরই কোনো রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

Scanned with OKEN Scanner

# যারা ছেড়ে যেতে চায়, আজও...

Scanned with OKEN Scanner

# ভূমিকা

স্মৃতিই সংস্কৃতি। যার স্মৃতি নাই তার সংস্কৃতিও নাই। তন্ময় ভট্টাচার্যের এই গ্রন্থখানি পড়তে পড়তে এই কথাই মনে আসছিল বারবার।

জনপদ গড়ে ওঠে। আর সময়ের প্রলেপ পড়তে পড়তে তার রূপ বিচিত্রভাবে বদলে যায়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনপদটির ইতিহাস ক্রমবিস্মৃতিতে, ক্রমআবছায়ে তলিয়ে যায়। যদি না কেউ সময় থাকতে জনপদটির আদি কিংবা অতীতকে পুনরুদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন। এই উদ্ধারের ইতিহাস মানব সভ্যতারই এক অনিবার্য অধ্যায়।

তরুণ লেখক, গবেষক শ্রীমান তন্ময় আমাদিগের বেলঘরিয়াকে সেই সময়ের গ্রাসে তলিয়ে যাওয়া থেকে যথাসাধ্য রক্ষার চেষ্টা করলেন। এর আগে এই অঞ্চলের অতীত নিয়ে কিছু কিছু লেখাপত্র, দু-একটি ছোটো ছোটো প্রবন্ধ চোখে পড়লেও তন্ময়ের এই কাজটি প্রথম বেলঘরিয়া নিয়ে বিস্তারে গেল।

তা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর তো হবেই আমি এই অঞ্চলে আছি। জীবনের একটি বড়ো অধ্যায়ে যতীনদাস নগর ও তার আশপাশে কাটিয়ে আপাতত নোঙর ফেলেছি নীলগঞ্জ রোডে। ছোটোবেলা থেকেই এই অঞ্চল, এর মানুষজন, শিল্প-সংস্কৃতিতে আমার মন। একসময় বেলঘরিয়ার সাংস্কৃতিক রাজধানী যতীনদাস নগরের ইতিহাস-উপাদান সংগ্রহেও মন দিয়েছিলাম। শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এ কাজে পাশে ছিলেন। কিন্তু আমার যা হয়, মাঝপথের অনেক আগেই কাজটা বন্ধ হয়ে যায়। এই বইটির পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে আমি তাই একটু বেশিই আলোড়িত। আমার আবাল্য জড়িয়ে থাকা জনপদের অতীত খুঁড়ে তুলে আনা মণিমাণিক্য, দ্যুতিময় পরাকথায় যে এত মায়া রহিয়া গিয়াছে, তন্ময়ের গবেষণা না জানালে এ জীবনে আমার আর হয়তো সম্যক জানা হয়ে উঠত না। তন্ময়ে আমার কৃতজ্ঞতা।

এই গবেষণা স্বাধীনতার কিছুটা আগে-পরে সীমাবদ্ধ। আমার আশা,

Scanned with OKEN Scanner

তন্ময়ের স্বাধীনতা পরবর্তী বেলঘরিয়া নিয়েও গবেষণা চালিয়ে যাবেন। সে সময়ের রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলা, শিক্ষার অগ্রগমনের, পট পরিবর্তনের মানচিত্র, বিচিত্রবর্ণ উঠে আসবে পরবর্তী গবেষণায়। মনে হয়, এই গ্রন্থটি শুধু বেলঘরিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বাংলার সমাজবিজ্ঞান উৎসাহীদের কাছেও এটি আকরগ্রন্থের সম্ভ্রম আদায় করে নেবে এবং পাঠকের মনে বিভিন্ন বিস্ময় ও বিতর্ক উসকে দেবে। আসুন আমরা আপাতত ইতিহাসে প্রবেশ করি।

রাহুল পুরকায়স্থ
বেলঘরিয়া
১লা বৈশাখ ১৪২৩

Scanned with OKEN Scanner

## কৈফিয়ত : প্রথম সংস্করণ

অধিকাংশের মতে, বেলঘরিয়ার তেমন কোনো প্রাচীন ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা নিদর্শন নেই। তাদের যুক্তি তাঁদের কাছে। আমরা এই ২০১৫-তে ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে পেয়েছি খুঁটিনাটি এমন অনেক তথ্য, যা নিয়ে গর্ব করা সাজে। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, বেলঘরিয়ার মাটিতে কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু একটি জনপদের ক্রমবিবর্তন কীভাবে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলে, জেনেছি এই অনুসন্ধানে। দীর্ঘ ফিল্ডওয়ার্ক, প্রাচীন ব্যক্তিদের সংস্পর্শ, বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য নথি ও প্রবন্ধ এবং অদম্য উৎসাহই ছিল আমাদের পাথেয়। এর ওপর নির্ভর করেই খুঁজেছি এবং ঋদ্ধ হয়েছি।

ইতিপূর্বে বেলঘরিয়ার ইতিহাসের ওপর একাধিক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। সেগুলি খুব দীর্ঘ পরিসরের না-হলেও গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই। লেখকদের মধ্যে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, আশিস কুমার রায়, ড. গোপাল মুখোপাধ্যায়, শুভঙ্কর গুহ প্রমুখ উল্লেখ্য। কিন্তু সমস্যা হল, ইতিহাসের আড়ালে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহটিকে তাঁরা হয় অস্বীকার করেছেন কিংবা গুরুত্ব দেননি। ফলে তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ হিসেবে সেগুলি লাইটহাউসের কাজ করলেও তার বেশি আশা করা অন্যায়। আমার মূল পাথেয় ছিল প্রবীণদের সঙ্গলাভ, যাঁরা ছোটো থেকে যে বেলঘরিয়াকে দেখেছেন কিংবা বড়োদের মুখ থেকে শুনেছেন, তাঁদের সেই স্মৃতিই এই বইয়ের অন্যতম ভিত্তি।

ইতিহাস সন্ধানের কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর অগ্রজদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুনীথ মিত্র ও বিশ্বরঞ্জন ঘোষালের কাছ থেকে। দিলীপকুমার রায়চৌধুরী, ড. গোপাল মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, সদানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গা চক্রবর্তী, অমিয়কুমার রায়চৌধুরী, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ ঘোষাল, পল্লব মুখোপাধ্যায়, সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীজিৎ ঘোষ প্রমুখের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। এ ছাড়াও সিন্ধুবালা দেবী, বৈশাখী রায়চৌধুরী, অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলেখ্য ঘোষাল, বিনয় মিত্র, প্রভাস চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব শূর, শুভঙ্কর গুহ, কৌশিক মিত্র, সুবিমল বসাক, প্রবন্ধ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় ভট্টাচার্য, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল

Scanned with OKEN Scanner

পুরকায়স্থ, পলাশ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় ব্রহ্ম, অঞ্জন বিশ্বাস, শীর্ষেন্দু দত্ত, দীপ্তেন্দু চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ মিত্র, অমল কুমার মণ্ডল, পিনাকী বোস, সমীরণ কুণ্ডু, মিলন চট্টোপাধ্যায়, জুবিন ঘোষ, প্রসেনজিৎ দত্ত—এঁদের নিরুচ্চার সাহচর্য ছড়িয়ে আছে বইটির পাতায় পাতায়।

বন্ধুরা ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো চালিকাশক্তি। বিশেষত অরিত্র দত্ত, সায়ন্তন সাহা ও গৌরব দাস পাশে না-থাকলে এবং সঙ্গ না-দিলে লেখার শুরু ও শেষ কোনোটাই হত না। বিভিন্ন সময় পেয়েছি দেবায়ন বোস, নির্বাণ বোস, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতম মুখোপাধ্যায়, অরিত্র সামন্ত, রিয়া হালদার, প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়ন ঘোষাল, সোমনাথ সর্দার, বিবেক ভট্টাচার্য, সমীরণ, সুমন সাহাদের সঙ্গ, ভরসার যোগ্য প্রতিদান দিয়েছে যারা।

আর সেইসব অসংখ্য নাম-না-জানা মানুষ, যাঁরা নিজেদের কাজটুকু করে গিয়েছেন নীরবে, শ্রদ্ধা ছাড়া কী-ই বা দিতে পারি তাঁদের!

তন্ময় ভট্টাচার্য
এপ্রিল, ২০১৬

Scanned with OKEN Scanner

# কৈফিয়ত : পরিবর্ধিত ধানসিড়ি সংস্করণ

প্রথম সংস্করণের পর, পাঁচ বছরের বেশি সময় কেটে গেল। এই পাঁচ বছরে অনেক উত্থানপতনের সাক্ষী রইল পৃথিবী। প্রাণান্তকর এক অতিমারি দীর্ঘ সময় ধরে স্তম্ভিত করে রাখল আমাদের। এসব পেরিয়েও যে-বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, তা এক বিস্ময় বটে।

গত পাঁচ বছরে 'বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে' বইটিকে কেন্দ্র করে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তি ঘটেছে। প্রকাশের বছর দেড়েকের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের সবক'টি বই-ই ফুরিয়েছিল। ফলে, দীর্ঘদিন ধরে খোঁজ করেও অনেক পাঠকই পাননি আর। তাঁদের সেই আপশোশের সঙ্গী আমিও। অবশেষে, নবকলেবরে এই যে প্রকাশ পেতে চলেছে, এর জন্য ধানসিড়ি-র কর্ণধার শুভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধন্যবাদ প্রাপ্য। ধন্যবাদ প্রথম সংস্করণের প্রকাশক প্রসেনজিৎ দত্ত-কেও। তিনি না-থাকলে হয়তো বইটি কখনোই আলোর মুখ দেখত না।

আগেরবারের থেকে কোথায় আলাদা এই বই? না, মূল কাঠামো কিংবা সজ্জায় বিশেষ পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে সংযোজিত হয়েছে আরও তথ্য। সম্পূর্ণ নতুন একটি অধ্যায় ঠাঁই নিয়েছে এবারে। সংযোজিত হল দুর্লভ বেশকিছু চিঠি, ছবিও। এ ছাড়াও, 'বিবিধ' অংশে রইল বৈচিত্র্যের এক বিপুল সম্ভার, যা প্রথম সংস্করণে অধরা থেকে গিয়েছিল। প্রথম সংস্করণের বেশ কিছু তথ্যগত ভুলও শুধরে নেওয়া গেল এবারে। তারপরেও যে নির্ভুল হল, সেই দাবি করতে পারি না মোটেই। আসলে, আঞ্চলিক ইতিহাসের ধর্মই এই। যতই চেষ্টা করা যাক না কেন, অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়। সে-ত্রুটি মেনে নিয়েই, পরিবর্ধিত সংস্করণটি প্রকাশিত হতে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন, বরানগরের আইএসআই, আড়িয়াদহের দীনবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার—বিভিন্ন তথ্য, ছবি, চিঠি ও মানচিত্রের প্রয়োজনে একাধিকবার দ্বারস্থ হতে হয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলির। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও সানন্দে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদার্হ আরও অনেকেই। সুপ্রিয় মিত্র, ধ্রুবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়, গোপীদুলাল চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমীর মুখোপাধ্যায়, বাণীকুমার মুখোপাধ্যায়, সোহম দাস প্রমুখের

Scanned with OKEN Scanner

কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অনুজ সাহিত্যিক, বেলঘরিয়ারই বাসিন্দা অরিত্র সোম বিভিন্ন সময়ে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছেন এই পর্যায়ের কাজে। ফলে, সাফল্য বা ব্যর্থতার সমান ভাগীদার তিনিও।

পাঁচ বছর নিতান্ত কম সময় নয়। ২০১৫-১৬ সালে যখন মূল কাজটি করেছিলাম, অভিজ্ঞতা কম থাকলেও উৎসাহে কমতি ছিল না। সেসময়ে যে-সমস্ত প্রবীণদের অভিভাবক হিসেবে পাশে পেয়েছিলাম, তাঁদের বেশির ভাগই আজ প্রয়াত। বিশ্বরঞ্জন ঘোষাল, দিলীপকুমার রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সাহায্য ছাড়া কাজটি সম্পূর্ণ হত না। আজ, যখন পরিবর্ধিত হয়ে বইটি বেরোচ্ছে আবার, তাঁদের অনুপস্থিতি বারবার ভারাক্রান্ত করছে স্মৃতিকে। এ শূন্যতার সত্যিই পূরণ হয় না কোনো।

আর বিশেষ কিছু বলার নেই। এবার বইয়ে প্রবেশ করা যাক। সকলে ভালো থাকবেন।

তন্ময় ভট্টাচার্য

অক্টোবর, ২০২১

Scanned with OKEN Scanner

# সূচিপত্র


সীমানা ছাড়িয়ে ১৭

প্রাচীনকালের পাতা থেকে, চব্বিশ পরগনার কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, প্রতিবেশীদের পরিচিতি

একটি জনপদের জন্ম ৩০

নামকরণের ইতিহাস, অস্তিত্বের সন্ধানে, সীমানা

প্রাচীন পরিবারগুলির সন্ধানে ৩৮

মুখোপাধ্যায় পরিবার, মিত্র পরিবার, রায়চৌধুরী পরিবার, দেওয়ান পরিবার, গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার (১), বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার (২), ঘোষাল পরিবার

ধর্মীয় পটভূমি ও বাতাবরণ ৬৯

বেলঘরে রামকৃষ্ণ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও কিছু কথা

জনপদ যা মনে রাখেনি ৮০

দেঁতে খাল, 'চালাও পানসি বেলঘরিয়া' : একটি প্রবাদ, প্রাচীন রাস্তাঘাট, সোনাই নদী : একটি অনুমান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বেলঘরিয়া

ইতিহাসের অলিগলি বেয়ে ৯৪

শিক্ষার প্রসার, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সাহিত্যের বিকাশ, ক্রীড়াবিভাগে উত্তরণ, রাজনীতির আঙিনায়, শিল্পস্থাপনের ইতিহাস, পৌরসভার শুরুর দিনগুলি

কলোনি গঠনের ইতিহাস ১২৪

দেশপ্রিয়নগর কলোনি, নন্দননগর কলোনি, যতীনদাসনগর কলোনি, প্রফুল্লনগর কলোনি

পথের কথা : বেলঘরিয়া ১৩৪

ফিডার রোডের দক্ষিণ দিকের রাস্তা, ফিডার রোডের উত্তর দিকের রাস্তা


Scanned with OKEN Scanner

বিস্মৃতপ্রায় দুই সাহিত্যিক ১৪২
চণ্ডীচরণ মিত্র, সুবিমল বসাক

গুপ্তনিবাস-প্রসঙ্গ ১৫৭
রবীন্দ্রনাথ, গুপ্তনিবাস ও 'ঘড়ঘড়িয়া'র দিনগুলি
গুপ্তনিবাস ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্মৃতিচারণ ও সাক্ষাৎকার ১৮৪
স্মৃতিচারণ : সুনীথ মিত্র, দিলীপকুমার রায়চৌধুরী, বিশ্বরঞ্জন ঘোষাল
সাক্ষাৎকার : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

বিবিধ ১৯৯
নির্বাচিত কবিতা : চণ্ডীচরণ মিত্র
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গান
সিঁথির সিন্দুর—একটি উপন্যাস
'প্রাথমিক যুযুৎসু' ও 'গাইড টু রেফারিজ'—ক্রীড়াবিষয়ক দুটি বই
বেলঘরিয়া হাই ইংলিশ স্কুলের ১৯৪৩ সালের বার্ষিক রিপোর্ট
বিভূতিভূষণের কলমে বেলঘরিয়া
সেকালের পত্রপত্রিকা ও বইয়ে বেলঘরিয়ার উল্লেখ
সুভাষচন্দ্র বসুর দুটি চিঠি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি 'অপ্রাসঙ্গিক' চিঠি

নির্ঘণ্ট ২৮৫

Scanned with OKEN Scanner

'বাগান পুকুর বাবাঠাকুরের বর
এই তিন নিয়ে বেলঘর'
বেলঘরিয়াকে নিয়ে দীর্ঘদিন
ধরেই প্রচলিত এমন ছড়া।
কিন্তু কোন ইতিহাস লুকিয়ে
এর পিছনে? সেই খোঁজ এবং
আরও অজস্র খোঁজের সাক্ষী
বইটি। ২০১৬ সালে প্রকাশিত
এই বই-ই বেলঘরিয়ার
ইতিহাস নিয়ে প্রথম কোনো
বই। আকারে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে
নবপর্যায়ে প্রকাশিত হল
আবার। সংযোজিত হল
অনেক নতুন তথ্য, ছবি ও
নথি। বেলঘরিয়াকে জানা ও
চেনার আকরগ্রন্থ হিসেবে
ইতিমধ্যেই চিহ্নিত এই বই।

২০বি সূর্য সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১২
৭৫৯৬৮৮৮৬৯৫

Scanned with OKEN Scanner

# বেলঘরিয়ার
## ইতিহাস সন্ধানে

তন্ময় ভট্টাচার্য

Scanned with OKEN Scanner